Political Science (3rd Semester- Honours)
CC-7: Perspectives on International Relations and World History
Topic- A. Studying International Relations
How do you understand International Relations: Levels of Analysis
By – Shyamashree Roy , Assistant Prof in Pol. Science.

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, একে অপরের সাথে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এবং কিছু নির্দিষ্ট আঞ্চলিক সত্তার (উদাঃ, আমলা, রাজনৈতিক দল এবং আগ্রহী গোষ্ঠীগুলির) সাথে রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কের অধ্যয়ন। এটি রাজনৈতিক বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি, আইন, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং দর্শন সহ একাধিক অন্যান্য একাডেমিক শাখার সাথে সম্পর্কিত।

ঐতিহাসিক উন্নয়ন

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটি বিশ শতকের শুরুতে মূলত পশ্চিম এবং বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে উত্থিত হয়েছিল যেহেতু সেই দেশ শক্তি ও প্রভাবের সাথে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেখানে নতুন প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট চিনে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নটি সরকারীভাবে আরোপিত মার্কসবাদী মতাদর্শ দ্বারা স্থবির হয়েছিল, পশ্চিমে বেশ কয়েকটি কারণের ফলস্বরূপ এই ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয়েছিল: কম বিপজ্জনক এবং আরও বেশি খুঁজে পাওয়ার জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা - মানুষ, সমাজ, সরকার এবং অর্থনীতিগুলির মধ্যে সম্পর্ক পরিচালনার কার্যকর উপায়; নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং তদন্ত অজ্ঞতা দূর করতে এবং মানুষের উন্নতি করতে পারে এই বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত লেখার এবং গবেষণার একটি উত্সাহ; এবং বৈদেশিক বিষয়গুলি সহ রাজনৈতিক বিষয়গুলির জনপ্রিয়করণ। Foreignতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি যে বিদেশী ও সামরিক বিষয়গুলি শাসক এবং অন্যান্য উচ্চবিত্তদের একচেটিয়া সংরক্ষণ করা উচিত, এই বিশ্বাসটি এই বিষয়গুলিতে সমস্ত নাগরিকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ এবং দায়বদ্ধতা বজায় রাখে ed আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়করণ এই ধারণাটিকে আরও দৃ .ে করে তোলে যে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশ বিষয়ক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং বিদেশী ও সামরিক নীতির বৃহত্তর জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করার লক্ষ্যে জ্ঞানকে আরও উন্নত করা উচিত।

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটি মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (১৯১3--২১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মীমাংসার পরে মহান শক্তিগুলির মধ্যে সম্পর্কের জন্য তাঁর কর্মসূচিতে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই চৌদ্দ পয়েন্টগুলির মধ্যে প্রথমটি, যখন তাঁর প্রোগ্রামটি পরিচিতি লাভ করেছিল, তখন তিনি একটি আহ্বান করেছিলেন যুদ্ধের সূত্রপাতের জন্য যে গোপন চুক্তি অবদান রেখেছিল বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল তার জায়গায় "শান্তির উন্মুক্ত চুক্তি প্রকাশ্যে এসেছিল" বলে। যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট চরম বিপর্যয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এই দৃ ় বিশ্বাসকে আরও দৃ .ে করে তোলে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে জানা ছিল না এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষাদানের প্রচার করা উচিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃত্তি মূলত দুটি শিথিলভাবে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত দুটি শাখায় পরিচালিত হয়েছিল: কূটনৈতিক ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক আইন .. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উত্থানটি ছিল এই traditional কেন্দ্রবিন্দু ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক আইনের পরিধি আরও বিস্তৃত করা।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে

1920 এর দশকে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকাতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষকতা এবং গবেষণার জন্য নিবেদিত নতুন কেন্দ্র, ইনস্টিটিউট, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ তৈরি করা হয়েছিল। তদুপরি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নের প্রচারকারী বেসরকারী সংস্থাগুলি গঠন করা হয়েছিল এবং পণ্ডিত জার্নালগুলিকে সমর্থন করার জন্য, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলি, সম্মেলন এবং সেমিনারগুলিকে স্পনসর করার জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা উত্সাহিত করার জন্য যথেষ্ট জনহিতকর অনুদান প্রদান করা হয়েছিল।

সদ্য নির্মিত লিগ অফ নেশনস, যা একটি নতুন এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থা আসার আশায় এবং প্রত্যাশার সূচনা করেছিল, এটি একটি দ্বিতীয় বিষয় যা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আন্তঃওয়াল সময়কালে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিদ্যালয়গুলি সুস্পষ্টভাবে বেসামরিক কর্মচারীদের প্রস্তুত করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল যা আন্তর্জাতিক সরকারের ক্ষয়িষ্ণু বয়স হিসাবে প্রত্যাশিত ছিল। তদনুসারে, লিগের জেনেসিস এবং সংগঠন, আন্তর্জাতিক ফেডারেশনগুলির পূর্ববর্তী পরিকল্পনার ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক আইনের সমস্যা ও পদ্ধতি বিশ্লেষণের প্রতি নিবিড় অধ্যয়ন নিবেদিত হয়েছিল।

আন্তঃওয়াল সময়ের প্রথম দিকের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃত্তির তৃতীয় কেন্দ্রবিন্দুটি ছিল শান্তির আন্দোলনের একটি শাখা এবং এটি মূলত যুদ্ধের কারণ ও ব্যয়, পাশাপাশি এর রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক দিকগুলি বোঝার সাথে উদ্বিগ্ন ছিল। "কেন যুদ্ধ?" প্রশ্নে আগ্রহ? অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, এমনকি গণিতবিদ-সহ সকলেই সামাজিক বিজ্ঞানীদের একসংখ্যক সদস্যকে এনেছিলেন - তারা সকলেই আচরণবাদ হিসাবে পরিচিত বৌদ্ধিক আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন - প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক গবেষণায় সক্রিয় অংশগ্রহণে।

১৯৩০-এর দশকে লীগ অব নেশনস/the League of Nations ভেঙে পড়া, ইতালি, জার্মানি এবং জাপানে আগ্রাসী স্বৈরশাসনের উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা আন্তর্জাতিক সরকারের বিরুদ্ধে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় শান্ত-অনুপ্রাণিত বিষয়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। । এই বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত নৈতিক আদর্শবাদকে অবাস্তব এবং অবৈজ্ঞানিক হিসাবে সমালোচনা করা হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একাডেমিক অধ্যয়নটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির কঠোর ঘটনাগুলিকে উপেক্ষাকারী স্টারি-চোখের শান্তিদর্শনকারীদের হস্তকর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। বিশেষত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পণ্ডিতদের আন্তর্জাতিক আচরণের মানদণ্ডের পরামর্শের জন্য সমালোচনা করা হয়েছিল যা ততকালীন জাতির প্রকৃত আচরণের সাথে সামান্য মিল ছিল। শান্তিপূর্ণ সংঘাতের সমাধানের এবং কাঙ্ক্ষিত আন্তর্জাতিক আইনের আনুগত্যের কাঙ্ক্ষিত বিশ্বটি আগ্রাসী স্বৈরশাসনের বিদ্যমান বিশ্ব থেকে আরও দূরে বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নের এক নতুন পদ্ধতির, যা বাস্তবতা হিসাবে পরিচিত, ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে। তবুও, এর খ্যাতি এবং প্রভাব হ্রাস সত্ত্বেও, আন্তঃ যুদ্ধের প্রথমদিকে বিশ্ব বিষয়গুলিতে পণ্ডিতের কাজটি ছিল বিস্তৃত এবং সুদৃ .ৃ এবং প্রচুর পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ও সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং কিছু মৌলিক ধারণার বিকাশ ঘটায়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণার কয়েকটি বিষয় যা এখনও উপন্যাস হিসাবে বিবেচনা করা হয় বা সাম্প্রতিক উত্স হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইতিমধ্যে আন্তঃযাত্রার সময়কালে জোর দিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই বিষয়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আন্তঃ যুদ্ধের চিত্রটিকে নৈতিকতাবাদী ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হিসাবে ক্ষীণ করে। বিষয়গুলি যুদ্ধের কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করে; আন্তর্জাতিক বিষয় এবং জাতিগত ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সমস্যার মধ্যে সম্পর্ক; বিদেশী নীতিতে জনসংখ্যার পরিবর্তনের প্রভাব; জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং colonialism প্রভাব; সামরিক শক্তির জন্য ভৌগলিক অবস্থান এবং স্থানিক সম্পর্কের (ভূ-রাজনীতি) গুরুত্ব এবং পরবর্তীকালে "সামরিক-শিল্প জটিল" নামে অভিহিত হওয়া সরকারগুলির উপর প্রভাব সহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কৌশলগত দিকগুলি; দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রভাব; এবং বিশ্ব বিষয়গুলিতে জনমত, জাতীয় পার্থক্য এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা। যদিও এই পূর্ববর্তী গবেষণাগুলি তত্ত্বের উপর কিছুটা সংক্ষিপ্ত এবং বর্ণনায় দীর্ঘ ছিল, তবে পরীক্ষিত বেশিরভাগ বিষয় একবিংশ শতাব্দীতে প্রাসঙ্গিক রয়েছে।

১৯৩০-এর দশকে কিছু ব্যক্তির পণ্ডিতিক অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল কারণ তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের বিকাশের পূর্বাভাস দেয়। উদাহরণস্বরূপ, হ্যারল্ড ডি লাসওয়েল বিশ্ব রাজনীতি এবং প্রতীক, উপলব্ধি এবং চিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছিলেন; ফ্রেডেরিক এল শুমান, এমন একটি স্টাইল স্থাপন করেছেন যা এখনও বিদেশী নীতির ব্যাখ্যাকারী এবং সাংবাদিকদের দ্বারা অনুসরণ করা হয়, বর্তমান আন্তর্জাতিক ইভেন্টগুলির অ্যাকাউন্টগুলির সাথে সংশ্লেষিত বিশ্লেষণমূলক মন্তব্য; কুইন্সি রাইট আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রথম দল গবেষণা প্রকল্পের অন্যতম প্রধান হিসাবে আন্তর্জাতিক আচরণ এবং যুদ্ধের অসংখ্য দিক তদন্ত করেছিলেন; এবং E.H. ক্যার, ব্রুকস এমেনি, কার্ল জে ফ্রিডরিচ, শুমন, হ্যারল্ড স্প্রাউট, নিকোলাস স্পাইকম্যান এবং অন্যান্যরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের "শক্তি-রাজনীতি" ব্যাখ্যা হয়ে ওঠার মূল লাইনগুলি বিকাশ করেছিলেন, যাকে বাস্তববাদ হিসাবেও পরিচিত।

অন্য উপায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল একাডেমিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভাজন। যুদ্ধ নিজেই বিশ্ব রাজনীতির এজেন্ডায় একটি গুরুতর পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং যুদ্ধোত্তর পরবর্তী বৌদ্ধিক জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যটি পূর্ববর্তী বহু আগ্রহ, জোর এবং সমস্যা থেকে দূরে সরে গিয়ে চিহ্নিত করেছিল। যুদ্ধোত্তর পরবর্তী বছরগুলিতে বিশ্লেষণগুলির জন্য একটি অনুসন্ধান ছিল যা সাধারণ উপাদানগুলির একটি সাধারণ উপলব্ধি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির মৌলিক প্রকৃতির একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার জন্য অগণিত আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির অধ্যয়নের বিবরণ কাটবে। তত্ত্বগুলি বিকাশের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান আগ্রহও ছিল যা পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক দৃশ্যের প্রধান বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করতে পারে। পারমাণবিক অস্ত্রের ইস্যু সহ নতুন সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল, যার ফলে কৌশলগত স্থিতিশীলতার ভিত্তি হিসাবে ডিটারেন্স সম্পর্কিত বিস্তৃত লেখার দিকে পরিচালিত হয়েছিল। পারমানবিক প্রতিরোধের বিষয়ে বার্নার্ড ব্রোডি গ্রন্থটি অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল, যেমন হরম্যান কাহন, গ্লেন স্নাইডার, টমাস সি শেলিং, হেনরি এ কিসিঞ্জার, এবং অ্যালবার্ট ওহলস্টেটারের কাজ।

The rise of Realism

হান্স জে মরজেন্টাওর পলিটিক্স ইন নেশনস (1948) একটি সাধারণ তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করেছিল। এটি কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে পরিণত হয় নি - এটি পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীতে পুনরায়

প্রকাশিত হতে পারে - এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী তত্ত্বের একটি আবশ্যকীয় প্রকাশ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আর্নল্ড ওল্ফার্স, জর্জ এফ। কেনানান, রবার্ট স্ট্রোস-হুপা, কিসিঞ্জার এবং ধর্মতত্ত্ববিদ রিনহোল্ড নিবুহর সমেত দ্বিতীয় দশকের দশক বা তারও পরে বাস্তববাদী তত্ত্বের আরও অনেক অবদানকারী উত্থিত হয়েছিল।

যদিও বাস্তববাদের বিভিন্ন বৈচিত্র রয়েছে তবে এগুলি সকলেই জাতীয় স্বার্থ এবং ক্ষমতার লড়াইয়ের মূল ধারণাগুলি ব্যবহার করে। বাস্তববাদ অনুসারে, রাষ্ট্রগুলি একটি অরাজক আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান, যেখানে তারা তাদের জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নিতে চূড়ান্তভাবে তাদের নিজস্ব ক্ষমতা বা ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের জনগণ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা সহ রাষ্ট্রের বেঁচে থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ। বাস্তববাদীদের পক্ষে অন্যান্য বড় আগ্রহের মধ্যে রয়েছে সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি সংরক্ষণ। বাস্তববাদীরা দাবি করেন যে, যতক্ষণ না বিশ্ব অরাজক পরিবেশে দেশ-রাজ্যে বিভক্ত থাকবে ততক্ষণ জাতীয় স্বার্থ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মর্মরূপে থাকবে। ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম মানব প্রকৃতির অংশ এবং মূলত দুটি রূপ নেয়: সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতা। সহযোগিতা তখনই ঘটে যখন তাদের আগ্রহগুলি মিলে যায় (উদাঃ, যখন তারা তাদের সম্মিলিত শক্তি সর্বাধিকরূপে নকশাকৃত জোট বা কোয়ালিশন গঠন করে সাধারণত সাধারণত বিরোধীদের বিরুদ্ধে)। জাতীয় স্বার্থের সংঘাতের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা এবং সংঘাতের ফলাফল যা নৈরাজ্যমূলক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। দক্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে থাকার ব্যবস্থা সম্ভব, যার মধ্যে অন্যান্য রাজ্যগুলির সাথে দ্বন্দ্ব সীমাবদ্ধ করার জন্য জাতীয় লক্ষ্যগুলির অগ্রাধিকার দেওয়া অন্তর্ভুক্ত।

সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায়, রাষ্ট্র এবং ব্যবস্থা উভয়েরই বেঁচে থাকার বিষয়টি জাতীয় স্বার্থের বুদ্ধিমান অনুসরণ এবং জাতীয় শক্তির সঠিক গণনার উপর নির্ভর করে। বাস্তববাদীরা সাবধান করে দিয়েছেন যে মেসিয়ানিক ধর্মীয় ও আদর্শিক ক্রুসেডগুলি অস্পষ্ট করতে পারে

মূল জাতীয় স্বার্থ এবং পৃথক রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নিজেই বেঁচে থাকার হুমকি দেয়। এই জাতীয় ক্রুসেডগুলি মরজেন্টাওর জন্য, বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ বা বৈশ্বিক গণতন্ত্রের অনুসারী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার প্রতিটি অনিবার্যভাবে অপরটির সাথে বা অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। বাস্তববাদীদের মতে সার্বজনীন আস্থা ও সহযোগিতার আদর্শের দিকে দেশগুলির সংস্কারের প্রচেষ্টা মানব প্রকৃতির সাথে পাল্টা দেয়, যা প্রতিযোগিতা, সংঘাত এবং যুদ্ধের দিকে ঝুঁকছে।

বাস্তববাদবাদী তত্বটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দশকের দশকে আদর্শবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল, যা সাধারণত বলেছিল যে নীতি নির্ধারকদের বিশ্ব বিষয়ক অনৈতিক বা অবৈধ পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে হবে। বাস্তববাদী তত্ত্বের জবাব দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক দৃশ্যে রাজনৈতিক আদর্শবাদের কোনও চিত্তাকর্ষক নতুন সূত্রপাত না হওয়ায় বাস্তববাদ এবং আদর্শবাদের মধ্যকার বিতর্ক ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে যায়, কেবলমাত্র নববিবারের মধ্যে মতবিরোধের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর চূড়ান্ত দশকে কিছুটা আলাদা রূপে পুনরুদ্ধার করা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক এবং নিউরোলিস্ট কাঠামোগতবাদী।

আচরণগত পদ্ধতির এবং সংহতকরণের কাজ

1950 এর দশকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়ন সহ সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ছিল নতুন ধারণা এবং পদ্ধতির আগমন যা আচরণগত তত্ত্ব হিসাবে স্বচ্ছলভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই সাধারণ পদ্ধতির, যা সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের জন্য নকশাকৃত সংক্ষিপ্তভাবে পরিমাণযুক্ত গবেষণার উপর জোর দিয়েছে, তাত্ত্বিকদের মধ্যে একটি বিস্তৃত বিতর্ক তৈরি করেছিল যা বিশ্বাস করেছিল যে সামাজিক বিজ্ঞানগুলি শারীরিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলি এবং যারা এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিল তাদের যথাসম্ভব অনুকরণ করা উচিত। মৌলিকভাবে আনসাউন্ড হয়। তদ্ব্যতীত, তত্ক্ষণাত জ্ঞান, দ্বন্দ্ব নিরসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রতিরোধ, উন্নয়ন, পরিবেশ, গেম তত্ত্ব, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংহতকরণ এবং সিস্টেম বিশ্লেষণ সহ অনেকগুলি নতুন তদন্ত অনুসন্ধান করা হয়েছিল কিছুটা উদ্বেগ উত্সাহিত করেছিল যে শৃঙ্খলাটি ভেঙে পড়বে সম্পূর্ণ ধারণামূলক এবং পদ্ধতিগত বিশৃঙ্খলার মধ্যে। তদনুসারে, 1950 এর দশকের মাঝামাঝি থেকে 1960-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে অনেক বেশি বৌদ্ধিক প্রচেষ্টা - তথাকথিত "আচরণগত দশক" - অধ্যয়নের নতুন ক্ষেত্রগুলি থেকে বিভিন্ন ধারণার তুলনা, ব্যাখ্যা করা এবং সংহত করার কাজ এবং এর পণ্ডিত লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছিল – সময়টি ছিল তত্ত্বগুলি সংযুক্ত করা, বা তথাকথিত "তত্ত্বের দ্বীপপুঞ্জকে" সংযুক্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৃহত্তর, আরও বিস্তৃত তত্ত্বের সাথে।

আচরণগত দশকের সাধারণ মনোভাব ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তথ্যগুলি বহুমাত্রিক এবং তাই একাধিক কারণ রয়েছে। এই উপসংহারটি সমর্থিত, এবং পরিবর্তে এই মতামত দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল যে এই তথ্যগুলির একটি পর্যাপ্ত অ্যাকাউন্ট একক সংহত তত্ত্বে সরবরাহ করা যায় না এবং পরিবর্তে একাধিক পৃথক তত্ত্বের প্রয়োজন ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯60০ এর দশকের মধ্যে আন্তর্জাতিক সংঘাতের অধ্যয়নগুলি বিভিন্ন রাজ্যগুলির এবং বৈশ্বিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বের মার্কসবাদী ধারণার মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের বাস্তববাদী তত্ত্ব এবং অন্যান্য ব্যাখ্যা সহ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেছিল। একই সময়ে, দ্বন্দ্ব তত্ত্বটি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংহতকরণ তত্ত্ব এবং গেম তত্ত্বের সাথে একত্রে থাকে, যার প্রত্যেকেই একটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক সংঘাতের ঘটনার দিকে এগিয়ে যায়।

পরবর্তী 20 শতক

বৈদেশিক নীতি এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা

আচরণের প্রভাব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং শৃঙ্খলাটিকে মূলত দুটি প্রধান অংশ বা দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগঠিত করতে সহায়তা করেছিল: বৈদেশিক নীতি-দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তর্জাতিক-সিস্টেম-বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি। এই প্রতিটি দৃষ্টিকোণের মধ্যেই বিভিন্ন তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, বিদেশ-নীতি দৃষ্টিকোণ পৃথক রাজ্যগুলির আচরণ বা গণতন্ত্র বা সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্রের মতো রাজ্যগুলির বিভাগ সম্পর্কে ধারণাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, এবং আন্তর্জাতিক-সিস্টেম-বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি রাজ্যগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়াগুলির তত্ত্বগুলি এবং কীভাবে রাষ্ট্রগুলির সংখ্যা এবং কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা একে অপরের সাথে সম্পর্ক প্রভাবিত করে। বৈদেশিক-নীতি দৃষ্টিকোণে একটি জাতীয় সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে বৈশিষ্ট্য, কাঠামো বা প্রক্রিয়াগুলির অধ্যয়নও অন্তর্ভুক্ত থাকে যা সমাজ বা রাজনীতি কীভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অংশ নেয় তা নির্ধারণ বা প্রভাবিত করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতির নামে পরিচিত এই জাতীয় গবেষণায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা যে তথ্য ব্যবহার করেন, তাদের ধারণা এবং অনুপ্রেরণা, জনমত তাদের আচরণের উপর প্রভাব, তারা যে সাংগঠনিক সেটিংস

পরিচালনা করেন এবং তাদের বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক পটভূমি অধ্যয়ন যা কোনও রাষ্ট্রের সম্পদ, শক্তি বা প্রযুক্তিগত স্তরের সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে এবং এর আন্তর্জাতিক অবস্থান এবং ভূমিকা বিদেশী-নীতি দৃষ্টিকোণের অন্যান্য চিত্র সরবরাহ করে। ।

কাঠামো, প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্লেষণের স্তর

১৯ 1970০ এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়ন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে একটি নতুন বিতর্ক দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এই বিতর্কের একদিকে ছিল রিয়েলিজম স্কুলটির পুনরুজ্জীবন, যা নিউওরিয়ালিজম নামে পরিচিত, যা ১৯৯ Ken সালে কেনেথ ওয়াল্টজের থিওরি অফ আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকাশের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়েছিল। নিউরোয়ালিজম আরও বাস্তবতা বা ধারণাগত কঠোরতাকে বাস্তববাদী তত্ত্বের মধ্যে ইনজেকশনের প্রয়াসের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। । কেন্দ্রীয় ব্যাখ্যামূলক ধারণা হিসাবে ক্ষমতা ধরে রাখার সময় ওয়াল্টজের নিউওরিয়ালিজম কাঠামোর ধারণাকেও সংহত করেছিল কারণ এটি বিভিন্ন আকার, শক্তি এবং ক্ষমতাগুলির রাজ্যগুলির মধ্যে জোট এবং অন্যান্য সহযোগী ব্যবস্থাতে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বাইপোলার সিস্টেম একটি কাঠামো যাতে দুটি রাজ্য প্রাধান্য পায় এবং বাকী রাজ্যগুলি এক বা অন্য প্রভাবশালী রাষ্ট্রের সাথে জোটবদ্ধ হয়। ওয়াল্টজ এবং অন্যান্য নিউরোলিস্টদের মতে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কাঠামো রাষ্ট্রগুলিতে উপলব্ধ বৈদেশিক-নীতি বিকল্পগুলিকে সীমাবদ্ধ করে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘ (ইউএন) বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কাঠামোকে আয়না দেয় কারণ এটি সুরক্ষা কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যদের মতো শীর্ষস্থানীয় শক্তিগুলির দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করে। নতুন শক্তির উত্থান সহ আন্তর্জাতিক কাঠামোর পরিবর্তনগুলি অবশেষে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মধ্যে পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং, কিছু নিউরোলিস্ট পরামর্শ দিয়েছেন যে জার্মানি, ভারত, জাপান এবং অন্যান্য দেশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুরক্ষা কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যপদ অবশেষে বাড়ানো হবে।

কাঠামো-প্রতিষ্ঠানের বিতর্কের অপরদিকে নবনির্ভর প্রাতিষ্ঠানিকবাদীরা রয়েছেন, যারা দাবি করেন যে প্রতিষ্ঠানগুলি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার শক্তি কাঠামোর প্রতিফলন বা কোডিংয়ের বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ। যদিও নিওলিবারেল প্রতিষ্ঠানবাদীরা মৌলিকভাবে নৈরাজ্যময় পরিবেশে রাজ্যের মূল অভিনেতা হিসাবে বাস্তববাদী ধারণাটি গ্রহণ করে, তারা যুক্তি দেয় যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), ন্যাটো, ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (ডাব্লুটিও) এর মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মিথস্ক্রিয়া দ্বারা রাষ্ট্রীয় আচরণটি সংশোধন করা যেতে পারে। , এবং ইউএন। তাদের যুক্তি, এ জাতীয় মিথস্ক্রিয়া আন্তর্জাতিক সংঘাতের দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা হ্রাস করে।

সাম্প্রতিক দৃষ্টিকোণ

গঠনবাদ/ constructivism

বিশ শতকের শেষের দিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়ন ক্রমবর্ধমান গঠনবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই পদ্ধতির অনুসারে, মানুষের আচরণ তাদের পরিচয় দ্বারা নির্ধারিত হয়, যা নিজেই সমাজের মূল্যবোধ, ইতিহাস, অনুশীলন এবং প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা রুপান্তরিত হয়। গঠনবাদীরা মনে করেন যে রাজ্য সহ সমস্ত প্রতিষ্ঠান সামাজিকভাবে নির্মিত হয়েছে, এই অর্থে যে তারা রাজনৈতিক অনুশীলন, গ্রহণযোগ্য সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে শেয়ারড বিশ্বাসের একটি "আন্তঃদেশীয় sensকমত্য" প্রতিফলিত করে। একইভাবে, রাজ্য বা অন্যান্য ইউনিটের স্বতন্ত্র সদস্যরা যুদ্ধ ও শান্তি এবং সংঘাত ও সহযোগিতা সম্পর্কিত নীতিগত

সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে কোনটি নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে সম্পর্কে অব্যাহতভাবে বাস্তবতা তৈরি করে।

কিছু গঠনবাদী দাবি করেন যে লিঙ্গ সামাজিকভাবে নির্মিত। এই থিসিসের ভিত্তিতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নারীবাদী তত্ত্বগুলি জৈবিকভাবে নির্ধারিত হওয়ার পরিবর্তে সামাজিকভাবে জেন্ডার ভিত্তিক ভূমিকা বৈষম্য যে পরিমাণে সামাজিকভাবে হয় তার মূল প্রশ্নটি সমাধান করার চেষ্টা করেছে। তারা এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছে যেমন: পুরুষরা কি নারীদের চেয়ে আক্রমণাত্মক, যুদ্ধের মতো আচরণে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ? যদি লিঙ্গীয় ভূমিকা সামাজিকভাবে নির্মিত হয়, তবে নারীবাদী তত্ত্ব অনুসারে এটি পুরুষ হওয়ার বিষয়ে বিশ্বাস বা মূল্যবোধ পরিবর্তন করে পুরুষ আগ্রাসন হ্রাস করা সম্ভব হত। অন্যদিকে, আগ্রাসন যদি পুরুষ জীববিজ্ঞানের পণ্য হয়, তবে এই ধরনের পরিবর্তন অসম্ভব হয়ে যায় বা কমপক্ষে যথেষ্ট বেশি কঠিন হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় নতুন বৌদ্ধিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটি অংশ *উত্তর আধুনিকতাবাদ এবং সমালোচনামূলক তত্ত্ব* দ্বারা গঠিত। উত্তর আধুনিকতা অনুসারে, বাস্তব কাঠামোয় এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বে পোস্ট হওয়া আন্তর্জাতিক কাঠামো হ'ল সামাজিক নির্মাণ যা বিশ্বব্যাপী প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করে যা অভিজাতদের স্বার্থকে পরিবেশন করে। সমালোচনামূলক তত্ত্বটি 1920 এর দশক থেকে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল অব সামাজিক এবং রাজনৈতিক দার্শনিকদের দ্বারা বিশেষত জারজেন হ্যাবারমাস এবং হারবার্ট মার্কুস (1898–1979) দ্বারা বিকশিত হয়েছিল। সমালোচনামূলক তত্ত্বের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় হ'ল কীভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং তাদের উপর নিপীড়নকারী অনুশীলনগুলি থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া যায়। যদিও মার্কসবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সমালোচিত তাত্ত্বিকরা লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম, জাতি এবং জাতীয়তাভিত্তিক শ্রেণিবৃত্তি বাদে অন্য শ্রেণির আধিপত্যকে স্বীকৃতি দেয়। যেহেতু এই ফর্মগুলির প্রতিটি বৈশ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যে প্রচুর প্রমাণে রয়েছে, তাই সমালোচনামূলক তত্ত্বটি একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল।